গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
(এনটিআরসিএ)

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলা শিক্ষা অফিসারদের সঙ্গে এনটিআরসিএ এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ এনামুল কাদের খান চেয়ারম্যান
সভার তারিখ	২৭ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়	সকাল ১১.৩০ টা
স্থান	অনলাইনে সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অফিস কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ১৬ টি জেলার জেলা শিক্ষা অফিসারগণ জুম মিটিং আইডির মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন।

সভাপতি ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ের সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাকে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সকল কাজে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। একই সাথে তিনি এনটিআরসিএ এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারগণের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মাঠ পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নির্ভুল শূন্যপদের চাহিদা প্রেরণের উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

সভাপতি অবহিত করেন, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর বিধি ৩ক এ শূন্যপদের সংখ্যা নিরূপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত বিধি অনুযায়ী জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রতিবছর নভেম্বরের মধ্যে তাঁর জেলাধীন সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ ও বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা সংগ্রহ করতে হয়। তিনি জানান, যেসকল প্রতিষ্ঠান এনটিআরসিএ কর্তৃক নিবন্ধিত আছে সেসকল প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের তথ্য প্রেরণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে সদস্য শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণের ক্ষেত্রে যে জটিলতাসমূহ পরিলক্ষিত হয় তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন যা নিম্নরূপঃ

(ক) জনবল কাঠামো ও MPO নীতিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ই-রিকুইজিশন প্রদানকালে ভুল চাহিদা প্রদান করেন।

(খ) কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে General and Technical শাখা আছে। সেই সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান চাহিদা প্রদান করার সময় তার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিকভাবে চাহিদা দিতে ভুল করে অর্থ্যাৎ সহকারী শিক্ষক (বাংলা) Technical শাখার শূন্য পদে সহকারী শিক্ষক (বাংলা) General এ শূন্য দেখানো হয় । যার কারণে পরবর্তীতে MPO প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়।

(গ) শিক্ষক অবসরে যাবার পূর্বেই পদটি শূন্য দেখিয়ে চাহিদা দেওয়ার কারণে জটিলতা তৈরি হয়।

(ঘ) মহিলা কোটা পূরণ করার সময় পৌর এলাকা এবং পৌর এলাকার বাইরে নির্ধারিত % না বুঝে এবং মহিলা কোটা পূরণ না করে পুরুষ প্রার্থীর জন্য চাহিদা প্রেরণ করেন।

(ঙ) নতুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পদ আগামী/পরবর্তী বছরের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বর্তমান বছরের জন্য চাহিদা প্রদান করেন।

(চ) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নন-এমপিও পদকে এমপিও পদ হিসেবে উল্লেখ করে চাহিদা দেন।।

(ছ) কতিপয় প্রতিষ্ঠান প্রধান ই-রিকুইজিশন ফরম পূরণ করেন কিন্তু নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করেন না।

(জ) এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী পদের প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ভুল চাহিদা দিয়ে থাকেন।

সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) বলেন, এমপিও নীতিমালা অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রাপ্যতা অনুসারে চাহিদা দিতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, যেহেতু তৃতীয় নিয়োগ চক্রের পুলিশ ভেরিফিকেশনের কাজ চলমান রয়েছে সেহেতু প্রাথমিকভাবে সুপারিশকৃত পদগুলো বাদ দিয়ে শূন্য পদের চাহিদা দিতে হবে।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) বলেন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর ৩ক এর বিধি অনুয়ায়ী প্রতি বছর নভেম্বর মাসের মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসারগণ তাঁর জেলাধীন সংশ্লিষ্ট সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদ ও বিষয় ভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা সংগ্রহ করে এনটিআরসিএ-তে প্রেরণ করবেন মর্মে বিধান রয়েছে। তিনি আরো জানান, এনটিআরসিএ শূন্যপদের তালিকা দুইভাবে সংগ্রহ করে। প্রথমত- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য, দ্বিতীয়ত- নিয়োগ সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে-যা 'ই-রিকুইজিশন' (e-requisition) নামে পরিচিত। পরীক্ষা বিধির কথা উল্লেখ করে সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) আরো বলেন, শিক্ষক নিবন্ধন প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় পাশ নম্বর শতকরা ৪০। কর্তৃপক্ষ এলাকা, বিষয় ও পদভিত্তিক নিরুপিত শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংখ্যা নির্ধারণ করবে। কোন প্রার্থী লিখিত এবং মৌখিক উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে অন্যূন শতকরা ৪০ (চল্লিশ) নম্বর না পেলে তিনি কোন মেধাতালিকায় অনুর্ভূক্তির যোগ্য হইবে না।

নিবন্ধন পরীক্ষার প্রয়োজনে শূন্যপদের জন্য যে তালিকা সংগ্রহ করা হয় তাতে শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক পদের নাম এবং পদের সংখ্যাউল্লেখ করতে হয়। প্রাপ্ত শূন্যপদের ভিত্তিতে শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নিয়োগের পূর্বে যে ই-রিকুইজিশন নেওয়া হয় তাতে প্রতিষ্ঠানের নাম, EIIN নম্বর, বিষয়ভিত্তিক পদের নাম, পদের সংখ্যা, এমপিও, নন-এমপিও, মহিলা কোটা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নিবন্ধন পরীক্ষা ও নিয়োগ সুপারিশ শতভাগ

ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছকরণের পূর্বশর্ত হচ্ছে মাঠপর্যায় থেকে প্রেরিত শূন্যপদের তালিকা শতভাগ ত্রুটিমুক্ত ও স্বচ্ছ হওয়া। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয় ভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা প্রেরণ সম্পর্কিত আলোচনা	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ- এর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের সদস্য (জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন) সভাকে অবহিত করেন যে, নির্ভূল ও স্বচ্ছ বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা প্রেরণ সম্পর্কিত একটি পত্র গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অত্র কার্যালয় হতে সকল জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রদত্ত ছক অনুযায়ী জেলা শিক্ষা অফিসারগণ EIIN নম্বরধারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের শূন্যপদের তালিকা সংগ্রহপূর্বক সঠিকতা যাচাই করে ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে এনটিআরসিএ বরাবর প্রেরণ করবেন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর ৩ক বিধি অনুযায়ী জেলা শিক্ষা অফিসারগণ তার সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট হতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয় ভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা সংগ্রহ করবেন মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। তিনি আরো জানান, ৩য় নিয়োগ চক্রের জন্য গত ৩০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রদানকৃত ই-রিকুইজিশন পদ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শূন্য পদ এবং আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২১ সালের মধ্যে যে সকল পদ শূন্য হবে তার বিষয়ভিত্তিক তালিকা এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রদত্ত ছক অনুযায়ী অত্র কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(১.১) এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রদত্ত বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা ছক অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অত্র কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (১.২) তৃতীয় নিয়োগ চক্রের ই-রিকুইজিশন পদ বাদ দিয়ে যে সকল পদ শূন্য আছে এবং ৩০ শে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত যে সকল পদ শূন্য হবে তার বিষয় ভিত্তিক তালিকা ৩১.১০.২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে অত্র কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) এবং এনটিআরসিএ।

২. ই-রিকুইজিশন সংক্রান্ত আলোচনা	সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) সভাকে আরো জানান যে, এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে প্রেরিত শূন্য পদের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ছক এমপিও এনং নন-এমপিও পদটির বিন্যাসে স্পষ্টতা ও সঠিকতার বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসারগণ নিশ্চিত করবেন। মহিলা কোটায় যাতে কোন অবস্থাতেই পুরুষ প্রার্থী সুপারিশের বিভ্রান্তি তৈরি না হয় সে জন্য সাধারণ কোটা ও মহিলা কোটার বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সত্যায়ন কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসার অধিকতর সচেতন ও নিষ্ঠাবান হবেন। শিক্ষক চাহিদা প্রদানকালে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তাঁদের নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে শিক্ষক চাহিদা দিবেন।	(২.১) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ অনুসারে শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২.২) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ শিক্ষক নিয়োগের জন্য শূন্য পদের চাহিদা প্রদানের সময় নবসৃষ্ট পদ, মহিলা কোটা, এমপিও, ননএমপিও পদগুলো বরংবার যাচাই বাছাই করে শূন্য পদের তালিকা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন। উপজেলা মধ্যমিক শিক্ষা অফিসার যাচাই করে জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট জমা দিবেন এবং জেলা শিক্ষা অফিসার যাচাই- বাছাই করে, এনটিআরসিএ'র নিকট প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) এবং এনটিআরসিএ।
	সভায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের বিভিন্ন সমস্যা সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ: (১) <u>জেলা শিক্ষা অফিসার কুড়িগ্রাম</u> সভায় উল্লেখ করেন, ২০০৭ সালের পর থেকে মাঠ পর্যায়ে সার্টিফিকেট বিতরণের কাজ চলমান। এটি সংরক্ষণের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট হিসেবে আলমিরা ও একজন সহযোগী প্রয়োজন। তিনি আরো জানান MPO শীটে সকল শিক্ষকের পদবি উল্লেখ থাকেনা বিধায় শূন্যপদের চাহিদা দিতে ভুল হয়। (২) <u>জেলা শিক্ষা অফিসার লালমনিরহাট</u> সভায় উল্লেখ করেন, এমপিও শীটে সকল শিক্ষকের পদবী পরিস্কারভাবে উল্লেখ নাই বিধায় কে কোন পদে আছেন সেটা বোঝা যায় না। তিনি বিষয়টি মাউশিকে জানানোর জন্য এনটিআরসিএ কে অনুরোধ করেন যাতে, এমপিও শীটে প্রত্যেক শিক্ষকের নামের পাশে পদবী এবং বিষয় উল্লেখ থাকে। (৩) জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী সভায় উল্লেখ করেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয় ভিত্তিক ডাটা বেইজ নেই। এনটিআরসিএ যদি বিষয়ভিত্তিক ডাটা বেইজ তৈরি করে দেয় তাহলে শূন্য পদের সংখ্যা, পদের নাম সঠিকভাবে জানানো সম্ভব হবে।	(৩.১) লজিস্টিক সাপোর্ট এর বিষয়ে নির্বাহী বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা নিয়ে বিধি বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩.২) এমপিও শীটে পদবী উল্লেখ করার বিষয়টি মাউশি-কে অবহিত করার জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩.৩) জেলা শিক্ষা অফিসারদের নামে আলমারি বরাদ্দ, আনুষঙ্গিক খাতে অর্থ	

৩. বিবিধ।	(৪) জেলা শিক্ষা অফিসার রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর সভায় উল্লেখ করেন, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ করার জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারগণকে ৬০০০/- টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে রংপুর জেলা শিক্ষা অফিসার উল্লেখ করেন, তার জেলায় পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৯৫০০০ হাজার। অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও তাকে সমপরিমাণ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তিনি আনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ কৃত টাকার পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। (৫) জেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা শূন্য পদের তথ্য প্রেরণ করার সময় ০২ নং কলামে বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের নাম (স্কুল/কলেজ/মাদরাসা/কারিগরি) আলাদা কলামে নাকি একসাথে প্রেরণ করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানান। (৬) জেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা এনটিআরসিএ'র বিধিসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) জানান যে, বিধিসমূহ এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। জেলা শিক্ষা অফিসার পাবনা প্রস্তাব করেন যে, শূন্য পদের চাহিদা দেয়ার সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ চাহিদা গুলো যাচাই করার পর প্রত্যয়ন দিলে ভুলের মাত্রা অনেক কমে যায়। (৭) জেলা শিক্ষা অফিসার ঠাকুরগাঁও এ সভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। (৮) জেলা শিক্ষা অফিসার, চাপাইনবাবগঞ্জ শূন্য পদের তালিকা চাওয়ার সময় পদগুলো ইউনিক ফরম্যাটে তৈরি করার কথা বলেন। (৯) জেলা শিক্ষা অফিসার, নওগাঁ এনটিআরসিএ কর্তৃক যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সনদ জাল প্রমাণিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে চাহিদা দেয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে নির্দেশনা চান। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ২০১৯ সালে ২য় নিয়োগ চক্রে সুপারিশের ক্ষেত্রে Recommendation Letter এ নন-এমপিও পদ দেয়া আছে, কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদ এবং পদের প্রাপ্যতা রয়েছে এক্ষেত্রে তাদেরকে এমপিও দেয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রয়োজন।	বরাদ্দ, ০১ জন সহযোগী প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাহী বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা নিয়ে বিধি বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (৩.৫) শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রথমত, শূন্য পদের নাম ও সংখ্যা প্রেরণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কারিগরি এবং স্কুল/মাদরাসার জন্য আলাদাভাবে বিষয়ভিত্তিক চাহিদা প্রেরণ করতে হবে। (৩.৮) ভবিষ্যতে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি-এর পদগুলোর জন্য এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী পৃথকফরম্যাটে চাহিদা গ্রহণ করা হবে। (৩.৯) জাল সনদের কারণে পদ শূন্য হলে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে চাহিদা দেয়া যাবে। এমপিও ছাড় করণের বিষয়টি মাউশি কর্তৃক সম্পাদিত হয় বিধায় বিষয়টি মাউশিকে জানাতে হবে।	জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) এবং এনটিআরসিএ।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

EDKhan

মোঃ এনামুল কাদের খান
চেয়ারম্যান

স্মারক নম্বর: ৩৭.০৫.০০০০.০০৯.৩৮.০০১.২১.২৭৪

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৮
১০ নভেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

২) সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এর দপ্তর , বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

৩) জনাব শেখ ওয়াহিদুজ্জামান, , জি. এম (মার্কেটিং ও ভ্যাস), , টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ঢাকা।

৪) উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) এর দপ্তর , বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

৫) উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এর দপ্তর , বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

৬) উপপরিচালক (পাঠ্যসূচি প্রণয়ন), বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

৭) সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (ক্রয় ও সেবা), উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর , বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

৮) সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (সমন্বয়), উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর , বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

৯) জনাব এ বি এম মামুন, , সহকারী ম্যানেজার, , টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা

১০) জনাব তানজির আহমেদ, , উপ-ব্যবস্থাপক,, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা

১১) পি.এ টু চেয়ারম্যন , চেয়ারম্যান এর দপ্তর , বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন)

লুৎফর রহমান
সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (সমন্বয়)